আজকের কাগজ

তারিখ 09 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

### সংবিধান এবং ক্ষমতাসীন বিভিন্ন দলের ঘোষণা সত্ত্বেও

# দেশে একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে না

মুস্তাফিজ শফি ঃ দেশের সংবিধানের ১৭ (গ) অনুচ্ছেদ এবং ক্ষমতাসীনসহ বড় বড় রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসমূহের ঘোষণায় একই পদ্ধতির গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হলেও স্বাধীনতার ২৪ বছরে দেশে কোনো গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। দেশে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে একই সঙ্গে। গ্রামে মদ্রাসা আর শহরে উচ্চবিত্তের জন্যে কিন্ডার গার্টেন। এছাড়া সরকারিভাবেই রয়েছে সাধারণ কলেজ আর ক্যাডেট কলেজে বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমান ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের ঘোষণায় বলেছে, আমাদের দলের সরকার এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতি যা জাতীয় ঐক্য আনে, উৎপাদন বাড়ায় এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির নিশ্চয়তা দেয়। বৃহত্তম বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বলে, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। উল্লেখ্য, এ রিপোর্টে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ বলে, বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করা হবে। এ লক্ষ্যে বর্তমানে চালু কিন্ডার গার্টেন, ক্যাডেট কলেজ, মডেল স্কুল ইত্যাদি ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে একই মানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ বলে, সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক, সেকুলার, বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বলে, সার্বজনীন বিজ্ঞান ভিত্তিক, বৈষম্যহীন গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

দেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (শা-পা) বক্তব্য, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে যাতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চেতনা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হতে পারে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বলে, পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে হবে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (কা-চু) বলে, পূর্ণাঙ্গ জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি স্কুল ও কলেজগুলোর সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মান ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান দূর করতে হবে। পর্যায়ক্রমে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে হবে। বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি বলে, ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার দ্বার সকল মানুষের জন্যে একইভাবে উন্মুক্ত রাখতে হবে। সংবিধান এবং ক্ষমতাসীনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের ঘোষণার পরেও কেন দেশে একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে না এ প্রশ্ন আজ সকলের। এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের অনেকেই কার্যকর শিক্ষানীতি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের অভাবকে দায়ী করেন।